aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

ইন্টারনেট সংস্করণ
আমার দেশ
সবার কথা বলে

সম্পাদকীয়

কোটা নয়, মেধাই হোক যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি

২০০৮-০২-২০ : সাহাবুল হক

সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের (১) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।’ একই অনুচ্ছেদের (২) উপানুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।’ সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভের জন্য একজন নাগরিকের কী অধিকার আছে তা জানার জন্যই সংবিধানের উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি এখানে তুলে ধরা হলো। সরকারি চাকরিতে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষায় প্রচলিত কোটা নীতি বাতিল বা সংস্কারের ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। প্রচলিত কোটা নীতিতে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মেধা কোটায় চাকরি পাচ্ছে। বাকি ৫৫ শতাংশ পাচ্ছে নির্ধারিত কোটায়। এর মধ্যে রয়েছে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ১০ শতাংশ মহিলা কোটা, ৫ শতাংশ উপজাতীয় কোটা এবং ১০ শতাংশ জেলা বা বিভাগীয় কোটা। সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের আলোকে এই কোটা প্রথা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? হ্যাঁ, কোটা প্রথার ব্যাপারেও সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯ অনুচ্ছেদের ৩(ক) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে—‘নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান—প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।’ ১৯৭২ সালে এ অংশটুকু যখন সংবিধানে সংযুক্ত করা হলো তখন জানানো হয়েছিল, কোটা প্রথা সাময়িককালের জন্য, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। জেলা কোটা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোটা পদ্ধতি চালু করে। ওই সময় সরকারের ব্যাখ্যা ছিল এ রকম—

%উঘএখওঝঐ%ওহ ড়ৎফবৎ ঃড় ধপযরবাব সড়ৎব বয়ঁরঃধনষব ৎবঢ়ৎবংবহঃধঃরড়হ ভড়ৎ ঃযব ঢ়বড়ঢ়ষব ড়ভ ধষষ ঃযব ফরংঃৎরপঃং ড়ভ ইধহমষধফবংয রহ ঃযব ।ধৎরড়ঁং ংবৎারপবং ধহফ ঢ়ড়ংঃং হফবৎ ঃযব মড়াবৎহসবহঃ (রহপষঁফরহম ফবভবহপব ংবৎারপবং), ধঁঃড়হড়সড়ঁং ধহফ ংবসর-ধঁঃড়হড়সড়ঁং ড়ৎমধহরুধঃরড়হ ধহফ হধঃরড়হধষরুবফ বহঃবৎঢ়ৎরংবং (রহপষঁফরহম ভরহধহপরধষ ধহফ রহফঁংঃৎরধষ ড়ৎমধহরুধঃরড়হ), ঃযব মড়াবৎহসবহঃ ড়ভ ঃযব চবড়ঢ়ষব্থং জবঢ়ঁনষরপ ড়ভ ইধহমষধফবংয যধং ফবপরফবফ, ধং ধহ রহঃবৎরস সবধংঁৎব, ঃড় ভরষষ ধষষ ভঁঃঁৎব ।ধপধহপরবং, নু ঃযব পধহফরফধঃবং ভৎড়স ধষষ ঃযব ফরংঃৎরপঃং ড়হ ঃযব নধংরং ড়ভ ঢ়ড়ঢ়ঁষধঃরড়হ ড়ভ ঃযব ফরংঃৎরপঃ.%/উঘএখওঝঐ%

৩৬ বছর অতিবাহিত হলো; কিন্তু কোটা প্রথার সাময়িকত্ব আর গেল না। বরং তা আরো বৃদ্ধিই পেল। যাই হোক, পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই দেখছি কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের কথা হলো, ‘আমরা ভালো পড়াশোনা করছি; কিন্তু কোটা প্রথা বহাল থাকায় বিসিএসসহ প্রথম শ্রেণীর চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছি।’ আন্দোলনকারীদের কথার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। তাদের যুক্তি হলো মুরগির চেয়ে ডিম বড়। কোটা পদ্ধতি বহাল রাখার ব্যাপারেও একটি পক্ষ মাঠে নেমেছে। তারা বলেছে, একটি বিশেষ মহলের ইন্ধনে কোটা পদ্ধতি বাতিল করার দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নামানো হয়েছে। কোন বিশেষ মহলের কথা বলা হচ্ছে তা বুঝছি না, তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবিটি যৌক্তিক কি না সেটি ভেবে দেখা দরকার। তাদের কথায় যদি যুক্তি থাকে তবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও সরকারি চাকরিতে কোটা রয়েছে। সেখানে তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য মাত্র ১৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রয়েছে। বাকি ৮৫ শতাংশ মেধার ভিত্তিতেই নিয়োগ দেয়া হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। সম্প্রতি ২৮তম বিসিএসের নতুন সার্কুলার জারি করেছে পিএসসি কর্তৃপক্ষ। এখানে মোট আসন সংখ্যা ১৭২০। বর্তমান কোটা প্রথা অনুযায়ী সব কোটার শর্ত পূরণের পর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, শাহজালাল, খুলনা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কলেজের মানবিক, বাণিজ্য ও সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড শিক্ষার্থীদের জন্য মাত্র ২৬১টি পদ বরাদ্দ। আর এ পদের জন্য এক লাখ কিংবা আরো বেশি শিক্ষার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে। আরো একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ২৭তম বিসিএসের (মৌখিক পরীক্ষা বাতিল) প্রশাসন ক্যাডারে মোট তিনশ’ পদের জন্য মেধা কোটায় প্রাপ্ত ১৩৫টি পদ। চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির সময় দেখা যায় মেধাক্রম ২৬৪তেই শেষ হয়েছে ১৩৫টি পদ, যেখানে মহিলা কোটায় প্রাপ্ত ৩০টি পদের জন্য মেধাক্রমে ৬০১ পর্যন্ত যেতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রাপ্ত ৯০টি পদের জন্য মেধাক্রম যেতে হয়েছে ১০ হাজারের ওপর। তাহলে বোঝা যায় বিদ্যমান কোটা নীতির ফলে অত্যন্ত মেধাবীরা কীভাবে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে মেধা তালিকায় শেষ প্রান্তে অবস্থান করেও শুধু কোটার জন্য অনেকেই অনায়াসে চাকরির জন্য নির্বাচিত হচ্ছেন। যারা কোটার আওতায় পরীক্ষা দেন তারা থাকেন অনেকটাই নিশ্চিন্ত মনে। কারণ শুধু লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই চাকরি পাওয়া অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া যায়। কোটা পদ্ধতি পিএসসিতে এক রকম আবার জুডিশিয়াল সার্ভিসে আরেক রকমের। পিএসসিতে যেখানে ৫৫ শতাংশ কোটা সেখানে জুডিশিয়াল সার্ভিসে মাত্র ২০ শতাংশ মহিলা কোটা। মহিলা কোটা বাদে এখানে অন্য কোনো কোটা নেই। পিএসসিতে কোটা প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করার ব্যাপারে খোদ পিএসসির ভিতর থেকেই রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সংগঠন কোটা প্রথা বর্তমান সময়ে যুগোপযোগিতা হারিয়েছে বলে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে মতামত দিয়েছে। তবে আশার কথা হলো, কোটা প্রথা সংস্কারের বিষয়টি পিএসসি কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করতে পেরেছে এবং উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সরকার কোটা প্রথার সংস্কারে হাত দেবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে অধুনালুপ্ত আজকের কাগজের ২০০৫ সালের ৬ এপ্রিলের একটি খবর উপস্থাপন করতে চাই।

aspbd.com
your application
service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সম্পাদকীয়

কোটা নয়, মেধাই হোক যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি

'গত মঙ্গলবার, ৫ এপ্রিল ২০০৫, জাতীয় সংসদের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১১তম বৈঠক বসেছিল সংসদ ভবনে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল এমপি। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন আলমগীর কবির এমপি, মোঃ নূরুল হুদা এমপি, উপাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস সহিদ এমপি, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন এমপি, এ কে এম আনোয়ারুল হক এমপি এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এমপি। কমিটির সদস্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অর্থ প্রতিমন্ত্রী শাহ মুহাম্মদ হোসাইন এমপিও উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ :

'বৈঠকে দক্ষ প্রশাসন গঠনে বিভিন্ন বিসিএস ক্যাডারের সব ধরনের কোটা প্রথা বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে বিসিএস ক্যাডারের মেধাভিত্তিক ৪৫ ভাগ লোক নিয়োগ দেয়া হয়। বাকি ৫৫ ভাগ কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে জেলা কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ উপজাতীয় কোটা আছে বলে জানা গেছে। মেধার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে দক্ষ প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে সরকারি ও বিরোধীদলীয় সাংসদরা মতপ্রকাশ করেন।'

সব দল ও মতের সংসদ সদস্য, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা যদি কোটা উঠিয়ে দিতে সম্মত হন তবে বাধা কোথায়? কোটা প্রথা বাতিলের যে দাবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা করে আসছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, মানবিক এবং সংবিধানসম্মত। মেধা বেঁধে রাখার নয়, একে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। মেধা বিকাশের উর্বর লালনক্ষেত্র হবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই বর্তমান সরকারের কাছে সবিনয় অনুরোধ, প্রকৃত মেধাবীদের জায়গা করে দিতে অবিলম্বে কোটা প্রথা বাতিল করুন এবং একটি কালো আইনের গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। তবেই পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষা পাবে এবং মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটবে। পরিশেষে বলতে চাই, যে কোটা আমাদের যুব সমাজকে হতাশায় মগ্ন করে, যে কোটা আমাদের চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তাকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়, যে কোটা মুখে হাসি ফোটাতে পারে না, সে কোটা আমরা চাই না, চাই না। দূর হোক এ অভিশপ্ত কোটা প্রথা।

লেখক : প্রভাষক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

(সমাপ্ত)